ভগবান শ্রীরামচন্দ্র কি দুর্গাপূজা করেছিলেন?

ড. মধুসূদন কৃষ্ণ দাস

দুর্গাপূজা দুই সময়ে হয়:- এক বসন্তকালে এবং দ্বিতীয়ত শরৎকালে। উভয় পূজাই শুক্লপক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। কথিত আছে ভগবান শ্রীরামচন্দ্র নাকি রাক্ষসরাজ রাবণকে সংহার করার জন্য শরৎকালে দুর্গার পূজা করেছিলেন। এজন্য এই পূজাকে অকালবোধনও বলা হয়। আসলে কি তাই? দেখা যাক শাস্ত্র কি বলে।

১. প্রচলিত কাহিনী:
কৈশোরে দেখেছি এবং কিছুকাল আগেও ক্যালেন্ডারে ও বাঁধানো ছবিতে দেখেছি লঙ্কার সমুদ্রতীরে ভগবান শ্রীরামচন্দ্র ধনুকে তীর সংযোজন করে তাঁর একটি চোখ উৎপাটনের উদ্যোগ নিয়েছেন। উদ্দেশ্য? দুর্গাপূজার সময় ১০৮টি নীলপদ্মের প্রয়োজন। এর আগে রামচন্দ্র হনুমানকে ১০৮টি নীলপদ্ম সংগ্রহের আদেশ দিলে তিনি হিমালয়ের কাছে অবস্থিত এক সরোবর থেকে সেগুলো সংগ্রহ করেন। রাবণ ছিল শ্রীদুর্গার একান্ত অনুগত ভক্ত এবং নিত্য পূজক। তাই রাবণ বধে তিনি সম্মত ছিলেন না। এজন্য তিনি রাবণকে সহায়তা করার জন্য শ্রীরামচন্দ্রের পূজা অসম্পূর্ণ রাখার জন্য একটি নীলপদ্ম আগে হরণ করে নেন। তাই পূজার সময় শ্রীদুর্গাকে নিবেদনের জন্য একটি ফুল কম পড়ে যায়। এই বিঘ্ন হওয়ায় নাকি ভগবান শ্রীরামচন্দ্র সিদ্ধান্ত নেন যে তাঁর চোখ যেহেতু নীলবর্ণের পদ্মের মত তাই দুই চোখের মধ্যে একটিকে উৎপাটন করে ঘাটতি নীলপদ্মের স্থান পূরণ করবেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি সমুদ্রতীরে অবস্থানরত অবস্থায় দেবীর আরাধনা এবং পূজার সময় চোখ উৎপাটনের উদ্যোগ নিলে স্বয়ং দেবী তাঁর হাত ধরে ফেলেন এবং তাঁকে ঐ কাজ থেকে নিবৃত করেন। দেবী তখন শ্রীরামচন্দ্রকে কথা দেন যে তিনি রাবণের উপর থেকে তাঁর কৃপা প্রত্যাহার করবেন যাতে যুদ্ধে শ্রীরামচন্দ্রের হাতে রাবণ নিহত হয়। দেবীর এই কৃপার ফলেই নাকি শ্রীরামচন্দ্রের পক্ষে রাক্ষসরাজ রাবণকে নিহত করা সম্ভব হয়েছিল। এই কাহিনী আজও গ্রামে-গঞ্জে এবং এমনকি শহরের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষের মধ্যে প্রবলভাবে বিরাজমান। এই কাহিনী সত্য কিনা তা আমরা শাস্ত্রের আলোকে বিচার করবো।

২. কোন শাস্ত্রগ্রন্থে কে এই কাহিনী লেখেন এবং প্রচার করেন এবং কেন?
বাল্মিকীমুণি ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের লীলা সম্বলিত একটি মহাকাব্য সংস্কৃত ভাষায় লেখেন। এর নাম "রামায়নম্"। এরপর এই মহাকাব্য বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশ পায় এবং দেশবিদেশে কাহিনী বিভিন্ন ভাষায় অনুদিত হয়ে বিভিন্ন সময়ে প্রচারিত হয়। একসময় শ্রীকৃত্তিবাস ওঝা নামের একজন পন্ডিত ব্রাহ্মণ পাঁচালীর ঢঙ্গে ঐ কাব্যের বাংলা অনুবাদ করেন। এই করতে গিয়ে তিনি এর মধ্যে রামায়ণের কথিত কাহিনী বলে অনেক স্বকল্পিত কাহিনীও জুড়ে দেন। এর মধ্যে সর্বপ্রধান এবং অজ্ঞ জনগণের দ্বারা পরে সমর্থিত কাহিনীটি হলো রাবণ বধের জন্য ভগবান শ্রীরামচন্দ্র কর্তৃক শ্রীদুর্গাদেবীর আরাধনা তথা পূজার্চনা।

কৃত্তিবাস ওঝা তার পাঁচালী গ্রন্থের নাম দেন রামায়ণ। এটি বাঙ্গালী সমাজে বহুলভাবে প্রচলিত হয়। এর ভিত্তিতেই কালক্রমে বাঙ্গালী সমাজে - বিশেষ করে অজ্ঞ জনগণের মধ্যে এই ধারণা বদ্ধমূল হয় যে শ্রীরামচন্দ্র সত্যিকারই দুর্গাপূজা করেছিলেন এবং এর ভিত্তিতে স্মার্ত ব্রাহ্মণ পন্ডিতদের এক বড় অংশ কায়দা করে এই ধারণা সমাজে প্রচার করতে এবং ছড়িয়ে দিতে চান যে শ্রীদুর্গাদেবীই হলেন সব কিছুর আসল শক্তি এবং তাঁর সাহায্য ছাড়া এমনকি ভগবান শ্রীরামচন্দ্রও রাবণকে বধ করতে পারতেন না।

কৃত্তিবাস ওঝা নিজে স্মার্ত মতের কট্টর ব্রাহ্মণ ছিলেন বলে শোনা যায়। আরও শোনা যায় তিনি ঘোর বিষ্ণু বিরোধী ছিলেন। তাই বিষ্ণুতত্ব যে শক্তিতত্বের অধীন - সেটি প্রকারান্তরে তিনি প্রতিষ্ঠার অপচেষ্টা করেন। এই বক্তব্য একেবারে অমূলক নয় বলা যায়।
৩. শ্রীরামচন্দ্রের দুর্গাপূজা সম্পর্কে কৃত্তিবাসের রামায়ণ ব্যতীত অন্য রামায়ণে কি কিছু আছে? (সমর্থন করে কি?)
বাল্মিকী রচিত মূল "রামায়ণম্" রচনার পর এর ভিত্তিতে এবং আলোকে পরবর্তী কালে বাংলা ভাষায় ও হিন্দি ভাষায় কৃত্তিবাসী রামায়ণ ছাড়াও অনেক রামায়ণ রচিত হয়। এগুলোর মধ্যে নিম্নোক্ত সমূহ প্রধান-
(i). যোগবশিষ্ঠ রামায়ণম্ - এখানে কোন উপাখ্যান নেই। বরং কিভাবে মোক্ষ লাভ করা যায় তাই মূলত বিবৃত হয়েছে।

(ii). আধ্যাত্মিক রামায়ণম্ - এখানে প্রকৃত রামায়ণকে আধ্যাত্মিক রূপ দেওয়া হয়েছে।
(iii). অদ্ভুত রামায়ণম্ - মূল রামায়ণের বিশেষ বিশেষ ঘটনাকে ব্যাখ্যা করার ফাঁকে ফাঁকে এক এক অদ্ভুত পূর্বতত্বের অবতারণা এখানে করা হয়েছে।
(iv). রামচরিত মানস - শ্রীতুলসীরাম দাস রচিত হিন্দী ভাষার রামায়ণ। এখানে রামের শৌর্যবীর্যের পাশাপাশি তাঁর বিভিন্ন করুণার কথা বিশেষভাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে।
(vi) রামায়ণম্ কাহিনী - যা বেদব্যাস তাঁর মহাভারতম্ কাব্যে অন্তর্ভুক্ত করেন। মহাভারতের এই অংশটি মূলতঃ বাল্মিকী রচিত রামায়ণম্ মহাকাব্যের ভিত্তিতে রচিত। সেখানেও রাবণ বধের নিমিত্ত রাম কর্তৃক দুর্গার পূজা বা আরাধনার কথা উল্লেখ নেই। উপরে উল্লিখিত কোন রামায়ণেই তা পাওয়া যায় না।

বর্তমান কলিযুগের পূর্ববর্তী ত্রেতাযুগে এক দুর্গাপূজার সংবাদ পাওয়া যায়। এক পৌরাণিক মতে ঐ পূজা করেছিলেন স্বয়ং ব্রহ্মা। রাম-রাবণের যুদ্ধের সময় রামের হাতে যাতে রাবণের বিনাশ হয় সেই লক্ষ্যে দেবতারা বিশেষ উদ্যোগ নিয়ে এই পূজার আয়োজন করেছিলেন।

৪. আসলে কি হয়েছিল / ঘটেছিল?
মূল রামায়ণে রাবণ বধের বিষয় লঙ্কাকান্ডের অন্যতম প্রধান ঘটনা। লঙ্কাকান্ডের ১০৬ নং অধ্যায়ে আছে। ঋষি অগস্ত্যের উপদেশে আদিত্যহৃদয় মন্ত্রে রাম কর্তৃক আদিত্যের প্রার্থনা / বন্দনা।

তপস্যার কারণে রাবণ অত্যন্ত শক্তিশালী ছিলেন। পুত্র ইন্দ্রজিতের মৃত্যুর পর (লঙ্কাকান্ড ৯১ তম অধ্যায়) বাধ্য হয়ে রাবণ স্বয়ং যুদ্ধে যাত্রা করেন (লঙ্কাকান্ড ১০১ তম অধ্যায়)। লঙ্কাকান্ডের ১০২ নং অধ্যায়ে শক্তি নামক (শক্তিশেল নামে বেশী পরিচিত) এক অস্ত্রের আঘাতে রাবণ লক্ষ্মণকে অজ্ঞান করে ফেলেন। এতে রাম অত্যন্ত শোকাকুল হয়ে পড়েন। বানররাজ সুষেন তাঁকে সান্তনা দিয়ে হনুমানকে গন্ধমাদন পর্বত থেকে উপযুক্ত ওষধি আনার জন্য পাঠান এবং আণীত ওষধির সাহায্যে লক্ষ্মণ সুস্থ্য হয়ে ওঠেন।

রাবণের সাথে যাতে সমতুল্য অবস্থানে থেকে শ্রীরামচন্দ্র যুদ্ধ করতে পারেন সেজন্য দেবরাজ ইন্দ্র তার সারথি মাতলিকে দিয়ে নিজের রথ পাঠান। এমন সময় সেখানে হঠাৎ সেখানে ছুটে আসেন মহর্ষি অগস্ত্য (লঙ্কাকান্ড; ১০৬ নং অধ্যায়)। শ্রীরামচন্দ্রকে তিনি বললেন-
রাম রাম মহাবাহো শৃণু গুহ্যং সনাতনম্।
যেন সর্ব্বানরীন্ নথস্ সমরে বিজয়িষ্যসে।
আদিত্য হৃদয়ং পূর্ণ্যং সর্ব্বশত্রু বিনাশনম্।।
হে মহাবাহো রাম যার সহায়তায় যুদ্ধে সব শত্রুকে জয় করবে, সেই চির রক্ষণীয় সনাতন তত্ব শ্রবণ কর। সমস্ত শত্রু বিনাশের অনন্য সাধন পুণ্যপ্রদ আদিত্য হৃদয়।

রাম এই কথা শুনে তখন আদিত্য হৃদয় মন্ত্রের প্রভাবে অমিত বিক্রমে যুদ্ধ করেন এবং মাতলির পরামর্শে ব্রহ্মাস্ত্র আঘাতে রাবণকে বধ করেন (লঙ্কাকান্ড, ২১০ তম অধ্যায়)। তাই নিঃসন্দেহে বলা যায় রাম কোন দুর্গাপূজা করেন নাই। কৃত্তিবাসের কথিত উপায়ের প্রয়োজন এবং কারণও বাস্তবে ছিলনা।

পন্ডিত অগ্নিবেশ (অযোধ্যার রাজা প্রসেনজিতের সভাপন্ডিত এবং গৌতমবুদ্ধের সমসাময়িক) তার শিষ্যদের সুবিধার্থে বাল্মিকীর রামায়ণের বিশেষ বিশেষ ঘটনার নির্দিষ্ট দিন-তারিখ নির্ণয়বাচক একটি গ্রন্থ রচনা করেন। গ্রন্থের নাম হল রামায়ণ সার: (একে অগ্নিবেশ্য রামায়ণম্ বলা হয়)। এতে পরিষ্কার করে দেখানো হয়েছে পৌষ মাসের এক নির্দিষ্ট দিনে রাম এবং রাবণের পক্ষে যে মহাসমর শুরু হয়েছিল সেটি চৈত্র মাসে রাবণের নিহত হওয়ার মাধ্যমে শেষ হয়। যুদ্ধের এক পর্যায়ে ১৫ দিনের জন্য উভয় পক্ষে অস্ত্র সংবরণ হয়েছিল। অস্ত্র সংবরণের এই সময় সহ মোট ৮৮ দিন যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল।

উল্লেখ্য যে মাসের শেষ দিন থেকে আরম্ভ হয় এবং তা পরবর্তী ৬ মাস বলবৎ থাকে। এই সময় দেবতারা শয়নে থাকেন। অর্থাৎ দেবলোকের রাত্রিকাল। এই সময় কোন রকম পূজার্চনা সহ কোন শুভ কাজ হওয়ার কথা নয়। তাই শ্রীরামচন্দ্র

কর্তৃক শ্রীদুর্গার অকালবোধনের প্রশ্নই উঠে না। অথচ শ্রীকৃত্তিবাস ওঝা এরূপ বোধনের কথা খুব ফলাও করে তার লেখায় তুলে ধরেছেন।